ঐতিহাসিক গবেষণার তথ্যের উৎস ঃ

সাধারণ ভাবে গবেষক যে স্থান বা জায়গা হতে তথ্য সংগহ করেন তাকে তথ্যের উৎস বলা হয়। ঐতিহাসিক গবেষণায় দুইটি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যথা ঃ

১। প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

২। মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)

১। প্রাথমিক উৎস ঃ

প্রত্যক্ষভাবে দর্শনকারী বা অংশ গ্রহনকারীর লিখিত বা মৌখিক বিবরনীকে প্রাথমিক উৎস বলা হয়। ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্যের প্রাথমিক উৎসসমূহ হচ্ছে ঃ

(ক) ইচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক ঃ

যে সব তথ্য ভবিষ্যতের জন্য ইচ্চাকৃত ভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে তাকে ঐচ্ছিক তথ্য বলে। যেমন-বিজ্ঞাপন, মানচিত্র, ছবি, পেইন্টিং, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, ছবি, ভিডিও রেকর্ড, অডিও রেকর্ড, রেকর্ড, উইল, সংবিধান, সরকারী আদেশ নির্দেশের গেজেট, গবেষণাপত্র ইত্যাদি।

(খ) অনিচ্ছাকৃত বা অনৈচ্ছিক ঃ

ইচ্ছাকৃত যেসব তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়নি কিন্তু গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায় তাই অনৈচ্ছিক প্রাথমিক তথ্যের উৎস। যেমন-প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ জীবশ্ম, কংকাল, বাসনকোসন, প্রাচীন মূর্তি, ছবি, জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, পোড়ামাটি চিত্র, দেয়াল চিত্র, সমাধিক্ষেত্র ইত্যাদি।

(গ) লিখিত ঃ

অফিসের দলিলপত্র ও রেকর্ডসমূহ, জীবনী, আত্মজীবনী স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত ডাইরি, সংবাদপত্র, সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি লিখিত প্রাথমিক উৎস হচ্ছে ঐতিহাসিক গবেষণার সর্বোত্তম উৎস।

(ঘ) অলিখিত ঃ

ভূ-তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন কারু ও চারু শিল্প, প্রাচীন সংগীত, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি অলিখিত প্রাথমিক উৎস।

(ঙ) মাঝামাঝি ঃ

কিংবদন্তী, লোকগাঁথা, বচন, ধাঁ ধাঁ, লোকগীতি, গল্প ইত্যাদি লিখিত বা অলিখিত বা কিছুই নয় তথাপি অনেকক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়।

(চ) মৌখিক বর্ণনা (Oral Testimony) ঃ

কোন ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক বা অংশগ্রহনকারীর মৌখিক বর্ণনা প্রাথমিক তথ্যরূপে বিবেচিত হয়। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এসব মৌখিক প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন- বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী কোন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার হবে প্রাথমিক তথ্য।

২। মাধ্যমিক উৎস ঃ

কোন ব্যক্তি যখন লিখিত বা মৌখিক বিবরণীকে তথ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন তখন তাকে মাধ্যমিক উৎস বলে। যেমন- শহীদ জহির রায়হান তাঁর 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পের একজন মুক্তিযোদ্ধার ডাইরী হতে লিখেছেন- 'সময়ের প্রয়োজনে লিখছি'। স্বাধীনতাযুদ্ধের এই মুক্তিযোদ্ধার বিবরনীটি গবেষণায় মাধ্যমিক উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ঐতিহাসিক গবেষণায় মাধ্যমিক উৎস হিসাবে ইতিহাসগ্রন্থ, বিশ্বকোষ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

মাধ্যমিক উৎস বহুল ব্যবহৃত একটি উৎস। ইহাতে তৎকালীন বা পরবর্তীতে কোন ঘটনার লিখিত বা মৌখিক বিবরনী হলেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন-মহানবীর হাদীস সংগ্রহে বোখারী (রাঃ) সতর্কতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে প্রাথমিক তথ্যের অভাবে মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রাথমিক তথ্যের মত এত বেশী নির্ভযোগ্য নয়। কোন তথ্য যখন অনেকের হাত ঘুরে গবেষকের হাতে পৌছায় তখন তা অনেক বিকৃত হয়ে যায়। অনেক লেখা বা বর্ণনা অনেক সময় অতি প্রাচীন হলে ঐ লেখার ও বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ণয় করাও কষ্ট হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক 'রামমন্দির' ও 'বাবরী মসজিদ' বিতর্ক ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড় তুলেছিল। মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহারে গবেষককে তাই হতে হয় খুবই সতর্ক। অস্পষ্ট ও দ্বন্দ্বপূর্ণ তথ্য পরিহার করে যথাসম্ভব প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করতে হয় গবেষককে।

২। কেস স্টাডি বা ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি (Case Study):

Frederice le play (1806-1882)-"পারিবারিক বাজেট" সম্পর্কে জানতে গি
সর্বপ্রথম Case Study পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে সামাজিক সমস্যা
উন্মেষ ও বিকাশধারা জানার জন্য সামাজিক, চিকিৎসা ও আচরণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষে
এর ব্যবহার বিস্তৃতিলাভ করেছে।

P. V. Young (1987 :247) বলেন," কেস স্টাডি হলো সামাজিক একক
জীবনধারা উৎঘাটন ও বিশ্লেষনের একটি পদ্ধতি-সেই একক একজন ব্যক্তি, এক
পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক দল বা গোটা সমষ্টি হতে পারে।"

G. R. Adams (1985:114) এর মতে, " কেস স্টাডি একটি কিংবা স্বল্প সংখ্যা
ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানরত চলকসমূহের ধরণ ও পরিমানের উপর আলোকপা
করে এবং এ পদ্ধতি সর্বাত্মক ও গভীরতর অনুসন্ধানমুখী।"

একটি বিশেষ বিষয়ে অথবা অল্পসংখ্যক বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানকে কে
স্টাডি বলে। কোন ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান, গোত্র বিষয়ে কেস স্টাডি করা হয়ে থাকে
কোন বিষয়, ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যখন গবেষণা করা হয় তখন উক্ত বিষয়
ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানটি এক একটি ইউনিট হিসাবে গন্য করা হয়। ইহাতে একটি
ইউনিটের সমগ্র জীবনচক্র বিশ্লেষণ করে ধারাবাহিকভাবে ইহার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা
করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্যাদির গভীর হতে গভীরতর স্তরে পৌছাতে হয় এব

৪) কেস স্টাডির মাধ্যমে একক সম্পর্কে নতুন ধারনা, অন্তর্দৃষ্টি ও নির্দেশনা লাভ করা যায়।

৫) এই পদ্ধতিতে এককের অন্তর্নিহিত (Subjective) বিষয় যেমন-ব্যক্তিত্ব, আবেগ, মানসিকতা, দৃস্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

কেস স্টাডির অসুবিধা ঃ

কেস স্টাডির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) এই পদ্ধতিতে কোন একক সম্পর্কে অনুসন্ধানে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়।

২) কেস স্টাডিতে অপ্রাসঙ্গিক, মূল্যবোধ বিবর্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

৩) প্রাপ্ত তথ্য সাধারণীকরণ ও তুলনাকরনের সুযোগ কম থাকে।

৪) কেস স্টাডির জন্য যে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা গবেষকের প্রয়োজন তা অনেকেরই থাকে না।

৫) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ কম থাকে।

৬) তথ্যের কার্যকারণ সম্পর্ক ও সংখ্যায় পরিমাপ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

কেস স্টাডির ধাপসমূহ (Steps in Case study)

সাধারণভাবে কেস স্টাডিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি মৌলিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু বর্তমানকালে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ও সমস্যা সমাধানে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে ইহা একটি নির্দিষ্ট নকশা বা পরিকল্পনাভিত্তিক করা হয়।

সুশৃংখল ও ধারাবাহিক কাজ করার ক্ষেত্রে কেস স্টাডি নিম্নলিখিত ধাপে করা হয় ঃ

১) প্রয়োজনীয় কেস নির্বাচন ঃ

সমস্যা নয়, উপযুক্ত কেস যা গবেষকের নির্দিষ্ট সমস্যার দৃষ্টান্ত হিসাবে অনুমিত তা নির্বাচনের মধ্য দিয়েই কেস স্টাডির প্রাথমিক ধাপ কেস নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কেসটি এক একটি একক হিসাবে বিবেচিত হয়। এসব এককের সকল দিক বিবেচনা করে এর গভীরতা ও বিস্তৃতি পরিমাপ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ "এস, এস, সি,

পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতার কারণ অনুধ্যান " করতে গবেষক একটি বিদ্যালয়কে একক হিসাবে বেছে নেবেন এবং এর সার্বিক কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হবেন।

২) সাময়িক অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ঃ

কেস স্টাডিতে সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এমন কিছু অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা হয় যা সম্পূর্ণ সাময়িক এবং গবেষকের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সহায়ক।

৩) উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের উৎস ও মাধ্যম নির্বাচন ঃ

যে সব উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিভিন্ন উপকরণ বা মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে তা নির্বাচন করতে হয়।

৪) তথ্য সংগ্রহ ঃ

সতর্কতার সাথে বিভিন্ন উৎস হতে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

৫) তথ্য বিশ্লেষণ ঃ

প্রাপ্ত তথ্যাবলী বর্ণাত্মক উপায়ে সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করতে হয়।

৬) সমাধান দান ও ফলোআপ ঃ

নির্বাচিত কেসটির একটি সমাধান দেয়া হয় এবং এর প্রয়োজনীয় ফলোআপ করা হয়। প্রয়োজনবোধে সমাধানের কিছুটা পরিবর্তন ও ফলোআপের পর করা হয়।

উপাদানগুলির প্রভাবে ইউনিটটির যে বিশেষ দিকমালার পরিবর্তন বা বিকাশ সাধিত হয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ করা হয়।

কেস স্টাডিতে যে বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে উক্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়। শিক্ষা গবেষণায় কেস স্টাডি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত ও সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যাবলীর প্রকৃতি, ধারাবাহিকতা, বিকাশ, উন্নয়ন ইত্যাদি উদঘাটনের জন্য কেস স্টাডি করা হয়। তাছাড়া একজন বা একদল শিক্ষার্থীর দুর্বলতা, অসুবিধা, সমস্যা, অপরাধপ্রবনতা কেস স্টাডি করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়।

কেস স্টাডির বৈশিষ্ট্য ঃ

কেস স্টাডি-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) **একটি কৌশল ঃ** কেস স্টাডি শিক্ষা গবেষণার একটি বর্ণনামূলক, উদঘাটনমূলক অনুসন্ধানমূলক কৌশল।

২) **একক পদ্ধতি ঃ** কেস স্টাডিতে এক বা একাধিক ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, প্রতিষ্ঠান ঘটনা ও অবস্থাকে একক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৩) **একের সাথে সম্পর্ক নির্ণয় ঃ** এই পদ্ধতিতে একক সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত পরিচিতিলাভ এবং ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

৪) **গভীর অনুসন্ধান ঃ** কেস স্টাডি একটি গভীর অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

৫) **প্রয়োগমুখী ঃ** এই পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে অধিকমাত্রায় প্রয়োগমুখী।

কেস স্টাডির সুবিধা ঃ

কেস স্টাডির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) কেস স্টাডি পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট সমস্যার প্রকৃতি, প্রভাব, গভীরতা এবং উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কিত বিষয় খুঁজে বের করা সহজ।

২) এতে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে সুগভীর সুবিস্তৃত ধারনা লাভ করা যায়।

৩) কেস স্টাডি পদ্ধতিতে তেমন কোন নমুনায়নের প্রয়োজন হয় না।

২) সমাজে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এ প্রকার গবেষণা করা হয়। অপ্রচলিত ও গুরুত্বহীন কোন বিষয় গবেষণার আওতায় আসে না।

৩) নমুনাদল নির্বাচন করে এরূপ গবেষণা করা হয়। প্রতিনিধিত্বকারী নমুনাদলের উপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্ম চালানো হয়।

৪) বর্ণনামূলক গবেষণায় সমস্যা সংশ্লিষ্ট তথ্যানুসন্ধান করা হয়।

৫) বিভিন্ন ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক এতে নির্ণয়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

১। প্রশাসককে সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা।

২। ভবিষ্যতের জন্য তথ্যাদি ও পরিকল্পনা দান করা।

৩। তথ্যাদির বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষনের মাধ্যমে ইহাদের প্রয়োগিক দিক নির্দেশনা দান করা।

৪। স্বাভাবিক ভাবে বিরাজিত (Natural setting) তথ্যাদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাস্তব বিষয় উদঘাটন করা।

৫। ইহার মাধ্যমে পরবর্তী উন্নত পন্থার জন্য গবেষকের নিজস্ব মতামত ও সুপারিশ জানা।

৬। গবেষণার উপকরণ (Tools) উন্নত করা।

বর্ণনামূলক গবেষণার সুবিধা ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণার সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বর্ণনামূলক গবেষণা বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর করা হয়। এতে সমস্যা কারণ, কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় তা নির্ণয় করা হয়। ফলে প্রশাসন কর্তৃ সিদ্ধান্ত গ্রহনে ইহা বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২) ইহা ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

৩) বর্ণনামূলক গবেষণায় তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, বর্ণনা করে ফলাফল তৈরী করা হ বলে এইসব বিষয় কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তার দিক নির্দেশণা পাওয়া যায়।

বর্ণনামূলক গবেষণার বৈশিষ্ট্য ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বর্ণনামূলক গবেষণা বর্তমান কালের কোন ঘটনা নিয়ে করা হয়। এতে অতীতকালের বা ভবিষ্যতের কোন কিছু গুরুত্ব পায় না।

৪) এর মাধ্যমে বাস্তব, সঠিক ও যথার্থ ঘটনা উদঘাটনকরা যায়।
৫) ইহাই একমাত্র গবেষণা পদ্ধতি যাতে গবেষক তাঁর নিজস্ব মতামত ও সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। এর ফলে প্রশাসনিক উন্নয়নে ইহা খুবই কার্যকর।
৬) বর্ণনামূলক গবেষণায় মানুষের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ আচরনের তথ্যানুসন্ধান করা হয় বলে তা দূরীকরণ বা সংশোধনের পন্থা উদ্ভাবন করা যায়।
৭) পরীক্ষাগারে বা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে তথ্য সংগ্রহ না করে এই গবেষণায় সর্বত্র বিরাজিত তথ্যাদি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে ইহা সহজ ও নির্ভর যোগ্য।
৮) ইহা অতীত ঘটনাবলীর অস্পষ্ট তথ্যাদি নয় বরং বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুসন্ধান বলে সময়, শ্রম ও অর্থ খরচ হয়।
৯) এই গবেষণা পদ্ধতি অন্যান্য গবেষণার চেয়ে অনেক বেশী নমনীয় বলে প্রয়োজনে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়।
১০) তথ্য সংগ্রহ উপকরণ তৈরী সহজ।

বর্ণনামূলক গবেষণার অসুবিধা ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণার অসুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হয় ঃ

১) এই প্রকার গবেষণায় তথ্য সমগ্র হতে নমুনা দল গঠন করে সংগ্রহ করা হয়। এতে গবেষণার ফলাফল সার্বিকীকরণ করতে সমস্যা হয়।
২) নমুনাদল অনেক সময় সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী না হলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়না।
৩) উত্তরদাতা অনেক সময় সঠিক উত্তর প্রদান না করে ভুল তথ্য পরিবেশন করে থাকে। এতে ভুল ফলাফল পাওয়া যায়।
৪) মানুষ পরিবর্তনশীল মতামত, চিন্তাধারা, মনোভাব সর্বদা পরিবর্তিত হয়। তাই বর্তমানে প্রাপ্ত ফলাফল ভবিষ্যতে প্রয়োগ করে আশাতীত ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে।
৫) এই প্রকার গবেষণায় গবেষক তাঁর নিজস্ব মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন। এতে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
৬) পরীক্ষনমূলক অথবা নিয়ন্ত্রিত দলের গবেষণা এই প্রকার গবেষণা পদ্ধতিতে করা যায় না।

কোনো প্রকার কৃত্রিম ... ব্যবহার করা হয় না যেমন করা হয় পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে।

Runkel and Mcgrath-এর মতে, "The investigator elicits information by going to the respondent in his home, in his place of work and the like." অর্থাৎ গবেষক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য ব্যক্তির গৃহে কর্মস্থানে প্রভৃতি জায়গায় যায়।

Jary and Jory-এর মতানুযায়ী, "Social survey is a comprehensive collection of data and information about people living in a specific area or administrative unit." অর্থাৎ social survey হল কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানে বা প্রশাসনিক এককে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

Chapman বলেছেন, "Social survey is the systematic collection of facts about people living in a specific geographic, cultural or administrative area." যার অর্থ হল সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশেষ কোনো ভৌগোলিক স্থানে বসবাসকারী বা প্রশাসনিক এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহকরণ প্রক্রিয়া।

MarkAbram-এর মতানুযায়ী, "Asocial survey is a process by which quantitative facts are collected about the social aspects of a community compositions and activities." অর্থাৎ সামাজিক জরিপ হয় কোনো সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে সামাজিক দিক সম্বন্ধে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া।

E S Bogardus বলেছেন, "A social survey is the collection of data concerning the living and working conditions, broadly speaking the people in a given community." অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ে বসবাসরত মানবগোষ্ঠীর বসবাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করাকেই সামাজিক জরিপ বলা হয়।

▸▸ সার্ভে পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Survey Method) :

(i) সার্ভে পদ্ধতি একটি বৃহৎ জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে (মনে রাখা দরকার এক্ষেত্রে একটি আদর্শ নমুণায়ন বা Sampling পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে)।

(ii) এই পদ্ধতি সাধারণত সংখ্যাভিত্তিক বা Numerical তথ্য প্রদান করে।

(iii) এটি বর্ণনামূলক অনুমানমূলক এবং ব্যাখ্যামূলক তথ্য পরিবেশন করে।

(iv) এই পদ্ধতি আদর্শগত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। (প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে একই Instrument এবং Question ব্যবহার দ্বারা)

(v) সংগতিকে সুনিশ্চিত করে থাকে। (যেমন Gender ও Score-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা খুঁজে বার করা)

(vi) Multiple choice questions, Closed questions, Test scores, Observation schedule, Interview প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

(vii) কোনো Target population সম্পর্কে পূর্বানুমানকে গ্রহণ ও বর্জন করে থাকে।

(viii) পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন এবং চালনা করার দ্বারা সঠিক Instrument ব্যবহার করে থাকে।

(ix) কোনো ঘটনাবলির সাধারণীকরণ (Generalisation), প্রতিক্রিয়ার ধরন পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

(x) রাশিবিজ্ঞান দ্বারা প্রক্রিয়াকরণ করা যায়, এরকম তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

(xi) সাধারণত বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে যার দ্বারা চলকগুলি সম্পর্কে সঠিক সাধারণীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

(xii) এই পদ্ধতি Field research-কে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

(xiii) কোনো চলক বা চলকগুলির সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করে।

(xiv) জাতীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়নে এই পদ্ধতিটি পরিচালিত হয়।

▸▸ সার্ভের উদাহরণ (Example of Survey) :

(i) মতামত জরিপ বা Opinion Poll

(ii) Test Scores

(iii) কোনো একটি course বা পাঠক্রমের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার।

(iv) Reading Survey

(v) Online Survey

(vi) Phone Survey

▸▸ সার্ভে গবেষণার সুবিধা (Advantages of Survey

সার্ভে গবেষণা পদ্ধতি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্বরূপ। এই প্রকারের গবেষণা পরিচালনার অনেক সুবিধা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

(i) **সহজ পরিচালনা পদ্ধতি (Easy to Administer) ঃ** সার্ভে গবেষণা পদ্ধতির একটি নির্দিষ্ট পথ আছে যা অনুকরণ করে খুব সহজেই পরিচালনা করা যায়।

(ii) **সাময়িক সুবিধা (Advantages of time) :** অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় এই পদ্ধতি অনেক কম সময় সাপেক্ষ। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও সময় কম প্রয়োজন হয়।

(iii) **কম খরচ (Low casting) ঃ** সার্ভে গবেষণা পদ্ধতিটি খুব কম খরচ সাপেক্ষ। একযোগে বা online মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে খরচ কম হয়।

(iv) **ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা (Advantages of Geographical location) ঃ** এই পদ্ধতিতে যেহেতু ডাকযোগে, মোবাইলের মাধ্যমে, ই-মেল-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায় সেহেতু একস্থানে থেকে যে-কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত ব্যক্তির থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(v) **বড়ো নমুনাদল ব্যবহার (Uses of Large Sample) :** সার্ভে গবেষণা পদ্ধতির একটি বিশেষ সুবিধাজনক দিক হল এই ক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক sample-এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(vi) **নির্ভুল সাধারণীকরণ (Accurate Generalisation) :** যেহেতু অনেক sample-এর ওপর গবেষণা করা যায় তাই সাধারণীকরণের কাজটি অনেক নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

(vii) **সফটওয়্যার ব্যবহার (Use of software) :** প্রাপ্ত তথ্যগুলির বিশ্লেষণ করার জন্য অনেক ধরনের survey software রয়েছে। যেগুলি ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণের কাজটিকে অনেক সহজ করে তোলা যায় এবং নির্ভুলভাবে করা যায়।

(viii) **তথ্যের পরিধি (Scope of Data) :** এই গবেষণা পদ্ধতিটি ব্যবহার করলে অনেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যেমন– Attitude, Opinions, Beliefs, Values, Behaviour, Factual প্রভৃতি।

(ix) **নমনীয়তা (Flexibility) :** এই পদ্ধতিটি অনেক নমনীয় পদ্ধতি। কারণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেক প্রকার মাধ্যমের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

যেমন–Questionnaire, Interview, Observation প্রভৃতি।

(x) **পরিকল্পনা রূপায়ণ (Making Planing) :** সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য অধিকাংশ সময় সার্ভে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই এটিকে পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি মাধ্যম বলা যায়।

▸▸ সার্ভে গবেষণার অসুবিধা (Disadvantages of survey Research) :

সার্ভে গবেষণা পদ্ধতি অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু অসুবিধাজনিত দিকও বর্তমান, যেগুলি গবেষণায় বাধাদান করে থাকে, সেই সকল দিকগুলি হল–

(i) **আগ্রহের অভাব (Lack of Interest) :** সার্ভে গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে অনেক ব্যক্তির আগ্রহ দেখা যায় না, ফলে তারা আগ্রহের সঙ্গে তথ্য প্রদান করতে পারে না, যা ভুল তথ্যের কারণ।

(ii) **সচেতনতার অভাব (Lack of Awareness) :** তথ্য সংগ্রহের সময়ে উত্তরদাতা যে উত্তর প্রদান করে তা অনেক সময় অসচেতনভাবে করে থাকে, যেমন উত্তরদাতার আগ্রহের অভাব, কোনো বিষয় ভুলে যাওয়ার ফলে ভুল উত্তর দেওয়া প্রভৃতি।

(iii) **যথার্থতার অভাব (Lower Validity) :** সার্ভে গবেষণায় অনেক সময় বদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এই প্রকারের প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের validity অন্যান্য ধরনের প্রশ্নের থেকে কম হয়।

(iv) **তথ্যের অস্পষ্টতা (Unclear Data) :** সার্ভে গবেষণায় ব্যবহার করা প্রশ্নের উত্তরের বিকল্পগুলির জন্য অনেক সময় স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, কারণ সকল বিকল্প ব্যক্তিভেদে ভিন্ন অর্থ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'somewhat agree' বিকল্পটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে।

(v) **ব্যয়বহুল পদ্ধতি (Costly Method) :** সার্ভে গবেষণায় অনেক সময়ই বড়ো নমুনা নিয়ে কাজ করা হয়। ফলে সমস্ত নমুনার থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রচুর খরচ বহন করতে হয়।

(vi) **ভুল তথ্যের সম্ভাবনা (Error probability) :** এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ subjective প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

(A) জরিপ পদ্ধতি (SURVEY RESEARCH)

শিক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতিগুলির মধ্যে অধিকাংশই Descriptive বা বর্ণনামূলক পদ্ধতি, অর্থাৎ কোনো কিছু ঘটনা বা পরিস্থিতির বর্ণনা করা এবং বর্তমান অবস্থার ব্যাখ্যা করা। Best, Descriptive research-এর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "Conditions or relationships that exist; Practices that prevail; beliefs point of veiws or attitudes that are held; Processes that are going on; effects that are being felt, or trends that are developing. At times, descriptive research is concerned with how what is or what exists is related to some preceding events that has influenced or affected a present condition or event." (Best, 1970).

এই প্রকারের গবেষণা মূলত কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি প্রভৃতির ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে থাকে তাদের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা, তুলনা, শ্রেণিবিন্যাস, বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করবার জন্য। Descriptive Research-এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হল Survey Research পদ্ধতি। Survey পদ্ধতিকে তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি হিসেবেও গণ্য করা হয়, কারণ Survey-এর মাধ্যমে প্রধানত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেটির বর্তমান অবস্থা, তাদের তুলনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য। এই পদ্ধতিতে Data বা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র বা Questionnarie, সাক্ষাৎকার বা Interview, পর্যবেক্ষণ বা Observation-কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাস্তব পরিস্থিতি বা Real or Present Situation সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করা হয়। কোনো প্রকার কৃত্রিম পরিবেশকে ব্যবহার করা হয় না যেমন করা হয় পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে।

Runkel and Mcgrath-এর মতে, "The investigator elicits information by going to the respondent in his home, in his place of work and the like." অর্থাৎ গবেষক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য ব্যক্তির গৃহে কর্মস্থানে প্রভৃতি জায়গায় যায়।

Jary and Jory-এর মতানুযায়ী, "Social survey is a comprehensive collection of data and information about people living in a specific area or administrative unit." অর্থাৎ social survey হল কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানে বা প্রশাসনিক এককে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

Chapman বলেছেন, "Social survey is the systematic collection of facts about people living in a specific geographic, cultural or administrative area." যার অর্থ হল সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশেষ কোনো ভৌগোলিক স্থানে বসবাসকারী বা প্রশাসনিক এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহকরণ প্রক্রিয়া।

MarkAbram-এর মতানুযায়ী, "A social survey is a process by which quantitative facts are collected about the social aspects of a community compositions and activities." অর্থাৎ সামাজিক জরিপ হয় কোনো সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে সামাজিক দিক সম্বন্ধে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া।

E S Bogardus বলেছেন, "A social survey is the collection of data concerning the living and working conditions, broadly speaking the people in a given community." অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ে বসবাসরত মানবগোষ্ঠীর বসবাস ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করাকেই সামাজিক জরিপ বলা হয়।

(vi) অনেক গবেষক তাদের কল্পনাশক্তি ও সুদক্ষ চিন্তন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পূর্বানুমানের সন্ধান পান।

পূর্বানুমান গঠন (Formulation of Hypothesis) ঃ

পূর্বানুমান গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধাপগুলি অতিক্রম করতে হয়—

(i) **প্রশ্নকরণ ঃ** পূর্বানুমান সর্বদা একটি গবেষণা প্রশ্ন থেকে উৎপত্তি হয়। গবেষণা প্রশ্নটি বিশেষভাবে গবেষণার বিষয় বস্তুটিকে আলোকপাত করবে।

(ii) **প্রাক্ গবেষণা পরিচালনা ঃ** যে কোনো পূর্বানুমান গঠন করার জন্য সেই বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই পূর্বজ্ঞান অর্জন করার পন্থা হিসেবে প্রাক্ গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্বে সম্পন্ন হওয়া কোনো গবেষণা বা তত্ত্বও পূর্বানুমান গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্তরে গবেষক চলকগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন যা পরবর্তীকালে পূর্বানুমান গঠনে সাহায্য করে।

(iii) **পূর্বানুমান গঠন ঃ** পূর্বানুমান গঠনের এই স্তরে যেহেতু গবেষণার বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য গবেষকের দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে, তাই গবেষক খুব সহজেই প্রয়োজনীয় পূর্বানুমান গঠন করতে সমর্থ হন।

(iv) **পূর্বানুমানের পরিশ্রুতকরণ ঃ** গবেষককে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে গঠন করা পূর্বানুমানটি গবেষণা সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাচাইকরণযোগ্য। পূর্বানুমান গঠনের জন্য যে সমস্ত শব্দাবলি ব্যবহার করা হয় তাকে স্পষ্ট এবং নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। পূর্বানুমানের মধ্যে যে সকল বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেগুলি হল—

(a) গবেষণাকার্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চলকসমূহ।

(b) গবেষণার জন্য ব্যবহৃত দল বা Group।

(c) সম্ভাব্য পরীক্ষণের এবং বিশ্লেষণের ফলাফল সংক্রান্ত গণনা।

(d) তথ্য বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য।

পূর্বানুমানের গুরুত্ব (Importance of Hypothesis) ঃ

পূর্বানুমান বা Hypothesis প্রধানত কোনো গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফলকে নির্দেশ করে। পরীক্ষণ মূলক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক তার গবেষণা কার্যের সম্ভাব্য ফলাফলকে পূর্বানুমানের দ্বারা প্রকাশ করতে পারে। শুধুমাত্র পরীক্ষণ মূলক গবেষণাই নয় ঐতিহাসিক গবেষণা, বর্ণনামূলক গবেষণা, সার্ভে গবেষণা প্রভৃতি গবেষণার ক্ষেত্রেও পূর্বানুমানের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে পূর্বানুমানের গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হল—

(i) পূর্বানুমান সর্বদা কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কোনো ঘটনার সম্পর্কে সামগ্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

(ii) পূর্বানুমান গবেষককে যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করে। পূর্বানুমান কোনো জানা বিষয়ের ভিত্তিতে অজানা কোনো বিষয়ের সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ অনুমান করতে সাহায্য করে। পূর্বানুমান হল নতুন কিছু আবিষ্কার ও চিন্তন প্রক্রিয়ার উপযুক্ত পথ প্রদর্শক।

(iii) পূর্বানুমান যে কোনো প্রকারের গবেষণার পথনির্দেশ প্রদান করে। এটি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে গবেষককে সচেতন করে এবং গবেষককে জানতে সাহায্য করে তার গবেষণাকার্য সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কী করা প্রয়োজন।

(iv) এটি গবেষককে অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যের পর্যালোচনা থেকে বিরত রাখে এবং নিষ্প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা থেকে দূরে রাখে।

(v) পূর্বানুমান গবেষণা পদ্ধতি এবং তার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত রাশিবিজ্ঞান পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে।

(vi) পূর্বানুমান কোনো গবেষণাকার্যের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করতে সাহায্য করে (Delimitation)

(vii) পূর্বানুমান যে কোনো গবেষণার সিদ্ধান্তকে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। এটি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো রূপে পরিগণিত হয়।

(viii) যে কোনো